

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২১৭৩

পর্ব-৮: কুরআনের মর্যাদা (كتاب فضائل القرأن)

পরিচ্ছেদঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ

اَلْفَصْلُ التَّالِثُ

আরবী

وَعَن جُبَير بن نفير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيتَيْنِ أُعْطِيتُهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ فَعَلِّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ وَعَلِمُوهُنَّ وَعَلِيمُوهُنَّ وَعَلِيمُوهُنَّ وَعَلِيمُوهُنَّ وَعَلِمُوهُنَّ وَعَلِيمُوهُنَّ وَعِلْمُ مِنْ عَلَيْهِ وَلَيْ وَعِلْتُهُ وَاللَّهُ فَعَلَيْهُ وَلَيْ وَعَلِيمُوهُ وَلَيْ لِمُ عَلَيْهُ وَلِيمُوهُ وَلَيْ وَلَيْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ لَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلْكُولُولُ وَلَا لِلللْهُ عَلَيْهُ الل

বাংলা

২১৭৩-[৬৫] জুবায়র ইবনু নুফায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সূরা আল বাকারাকে আল্লাহ তা'আলা এমন দু'টি আয়াত দ্বারা শেষ করেছেন, যা আমাকে আল্লাহর 'আরশের নীচের ভাণ্ডার হতে দান করা হয়েছে। তাই তোমরা এ আয়াতগুলোকে শিখবে। তোমাদের রমণীকুলকেও শিখাবে। কারণ এ আয়াতগুলো হচ্ছে রহমত, (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের উপায়। (দীন দুনিয়ার সকল) কল্যাণলাভের দ'আ। (মরসালরূপে দারিমী বর্ণনা করেছেন)[1]

ফুটনোট

[1] য'ঈফ: দারিমী ৩৩৯০, মুসতাদারাক লিল হাকিম ২০৬৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৮১, য'ঈফ আল জামি' ১৬০১। কারণ এটি মুরসাল। আর এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু সলিহ আল মিসরী একজন দুর্বল রাবী ।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: সূরা আল বাকারার শেষ দু'টি আয়াত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সুতরাং প্রত্যেকের উচিত সেটা নিজে শিক্ষা করা এবং স্বীয় স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া। হাকিম-এর এক বর্ণনায় নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেয়ার কথাও এসেছে। এটা 'আরশে 'আযীমের নিচের বিশেষ ধন-ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

এ দু'টি আয়াতকে সালাত বলা হয়েছে, সালাত অর্থ এখানে 'রহমতুন খাসসাতুন', অর্থাৎ- বিশেষ রহমাত, অথবা



রহমাতুন 'আযীমাতুন মহা-রহমাত। কেউ কেউ এটাকে ইস্তিগফার অর্থেও ব্যবহার করেছেন। মুল্লা 'আলী কারী এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা ইস্তিগফার অর্থ হলো ক্ষমার জন্য দু'আ। এ দু'টি আয়াতকে আরো বলা হয়েছে (وَدُعَاءُ) কুরবা-নুন, (وَدُعَاءُ) ওয়া দু'আউন।

'কুরবান' এর অর্থ নিকটে হওয়া অথবা ما يتقرب به إلى الله تعالى অর্থাৎ- এমন জিনিস যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। কোন কোন হাদীসে قُرْبَانٌ এর স্থলে قُرْانٌ শব্দ রয়েছে।

মোটকথা মুসল্লি এ দু'টি আয়াত সালাতে পাঠ করবে, আর সালাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতকালে এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করবে। দু'আকারী এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দু'আও করবে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন